৪.০ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ এর পরিচিতি

প্রতিষ্ঠাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৯০ ইং সনের ৬ই মার্চ তারিখের ৬ নং অধ্যাদেশ দ্বারা ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার আদেশ জারী করা হয়। উক্ত আদেশের ভিত্তিতে সরকার ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ ইং তারিখে "ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ " প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ১৯৯১ সনের ১লা অক্টোবর তারিখে কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্দেশ্যঃ (১) বৃহত্তর ঢাকা জেলার ৭৪৭৩ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় বিদ্যুৎ বিক্রয় ও বিতরন এবং বিতরণ পদ্ধতির রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ।

(২) গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থার সংগে সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কৌশলগত প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন।

(৩) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ লাইন বা উপকেন্দ্র হইতে শুরু করিয়া নিম্ন কেভি লাইন বা উপকেন্দ্র পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

গঠনঃ একজন চেয়ারম্যান ও তিনজন সদস্য সমন্বয়ে (সরকার কর্তক মনোনীত) এই কর্তৃপক্ষ গঠিত। এতদ্ব্যতীত অনুমোদিত সেট-আপ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের জন্য মোট ৭১৬ জন কর্মকর্তা ও ৫৫৭১ জন কর্মচারীর পদের সংস্থান আছে। এর মধ্যে তদানীন্তন ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় ৪৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উক্ত সেট- আপ এর অধীন আত্মীকরণ করা হয়।

বিদ্যুৎ আমদানী ও বিতরণঃ কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীড হইতে সিদ্ধিরগঞ্জ, টংগী,ঘোড়াশাল ও হরিপুর গ্রীড সাবষ্টেশন গুলির মাধ্যমে নগদমূল্যের বিনিময়ে ১৩২ কেভিতে বিদ্যুৎ আমদানী করে এবং ৩৩ কেভি উপ-সঞ্চালন লাইন, ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র এবং ০.৪ কেভি বিতরণ লাইনের মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকার অন্তর্গত গ্রাহকের মাঝে বিতরণ করে।

পরিচালন ও সংরক্ষণঃ- ১৩২ কেভি লাইন ও ১৩২/৩৩কেভি উপকেন্দ্র ব্যতীত ৩৩ কেভি ও তদনিম্নচাপ নেটওয়ার্ক পরিচালন ও সংরক্ষণের নিমিত্তে ১৭টি পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগ রহিয়াছে। সদস্য (প্রকৌশল ও বাণিজ্যিক) এর নিয়ন্ত্রণে দুইজন মহা ব্যবস্থাপক ও আটজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উক্ত পরিচালন ও সংরক্ষণ বিভাগের কাজ নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান করেন।